তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির কারণে টানা নয় দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল বুধবার আগের মতোই ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। গতকাল মাঘের তীব্র শীত উপেক্ষা করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে উপস্থিত হতে দেখা গেছে। আন্দোলনের কারণে শিক্ষার্থীদের যতটা

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ক্ষতি হয়েছে, তা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন শিক্ষকরা। জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও ফিল্ম অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এজেএম শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, সকাল থেকেই তার বিভাগে পূর্বনির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী শিক্ষকরা ক্লাস নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল আশাব্যঞ্জক।

সকাল থেকে ক্লাসে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মাহফুজ ইবনে রহমান দীপু। তিনি বলেন, শিক্ষকদের যৌক্তিক আন্দোলনের কারণে তারা গত দুই সপ্তাহ ধরে ক্লাস করতে পারেননি। কিন্তু গতকাল সময় মতো সব ক্লাসই হয়েছে। ক্লাসে ফিরতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

সঙ্গীত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমরান আহমেদ বলেন, দাবি পূরণে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইমরান জানান, তারা চান শিক্ষকদের যেন আর ক্লাস বন্ধ করে আন্দোলনে যেতে না হয়।

এদিকে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, আন্দোলনের কারণে শিক্ষার্থীদের যা ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে দেবেন শিক্ষকরা। নয় দিনের কর্মবিরতিতে ছয়টি কার্যদিবস ছিল। তাই এ সময়ে যে কয়েকটি ক্লাস মিস হয়েছে তা প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস, শুক্র বা শনিবার বন্ধের দিনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পুষিয়ে নেওয়া হবে।

জাতীয় বেতন কাঠামোর 'বৈষম্য' দূর করার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের এই ক্লাসে ফেরার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠগুলোতে নয় দিন ধরে চলা অচলাবস্থার অবসান হলো। বুধবার সকাল থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হওয়ায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিরে এসেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরনো ব্যস্ততা। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও শীতের ছুটি চলছে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেরা বৈঠক করে ক্লাসে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে মঙ্গলবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। সে অনুযায়ী বুধবার সকাল থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খবির উদ্দিন জানিয়েছেন, ২৬ জানুয়ারি শীতের ছুটি শেষে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হবে।